দৈনিক ইত্তেফাক

১৫২

তারিখ ... JUL 10 1999
পৃঃ ৪ কলাম ৩

প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য

নিরক্ষরমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নে সরকার উদ্যোগ নিয়াছেন। প্রতিটি গ্রামে একটি করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে। এবং আগামী ২০০৫ সালের মধ্যে এদেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার পদক্ষেপ গৃহীত হইয়াছে। তাহার আলোকে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে; যেমনঃ ১. সরকারী, ২. রেজিঃ বেসরকারী, ৩. কমিউনিটি ৪. স্যাটেলাইট ও ৫. এনজিওভুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্যাটেলাইট ও এনজিওভুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া বাকি বিদ্যালয়গুলিতে, শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, শ্রেণীর কার্যক্রম, সাব ক্লাষ্টার প্রশিক্ষণ, সকাল সাড়ে ৯টা হইতে বিকাল সোয়া ৪টা পর্যন্ত শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ও অন্যান্য বিষয় একইভাবে পরিচালিত হইতেছে।

অথচ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতনের বৈষম্য রহিয়াছে ব্যাপক। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের মাসিক বেতন ৪/৫ হাজার টাকা। রেজিঃ বেসরকারী একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের মাসিক বেতন ১৩/১৪ শত টাকা। আর কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের মাসিক বেতন ৫০০ টাকা। এই বেতন বৈষম্যের কারণে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হইতেছে। যতদিন এই বেতন বৈষম্য দূর না হইবে, আমার মনে হয়, ততদিন প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তাবায়ন সম্ভব নয়। এমতাবস্থায়, প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়ন ও নিরক্ষরমুক্ত সমাজ গড়িতে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূর করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আকুল আবেদন জানাইতেছি।

মোঃ কেফায়েত উল্লাহ,
প্রধান শিক্ষক,
উত্তর পশ্চিমগাঁও কমিউনিটি,
প্রাথমিক বিদ্যালয়,
লাকসাম, কুমিল্লা।